بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৯ই জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ*

অনুবাদ: সুতরাং তোমরা সাধ্যানুসারে আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং শুন আর আনুগত্য কর এবং তাঁর পথে খরচ কর, এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আর যাদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয় তারাই সফলকাম হবে। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে উত্তম ঋণ প্রদান কর তাহলে তিনি তা তোমাদের জন্য বর্ধিত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু। [সূরা আত্ তাগাবুন: ১৭-১৮]

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছেন যে, তাক্বওয়া অবলম্বন কর আর পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালন কর। আল্লাহ্‌র অগণিত নির্দেশের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো, আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা বা আর্থিক কুরবানী করা। তাই মু'মিনকে আর্থিক কুরবানী করার সময় কখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয় কেননা এই আর্থিক কুরবানী যা মু'মিনরা করে থাকে তা এক পবিত্র উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতই সেই জামাত যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, তাঁর খাতিরে মহান উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক কুরবানী করে থাকে এবং এই কুরবানীর একাগ্র বাসনা পোষণ করে। ইসলামের তবলীগ, মুবাল্লিগদের প্রশিক্ষণ এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রেরণ, বই-পুস্তক ছাপানো এবং প্রচার করা, কুরআন শরীফ মুদ্রণ এবং প্রচার, মসজিদ নির্মাণ, মিশন হাউস নির্মাণ, স্কুল প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেডিও স্টেশন স্থাপন করা, যেখান থেকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার হয়ে থাকে, হাসপাতাল নির্মাণ এবং অন্যান্য মানবসেবা মূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

এককথায় এমনই আরও নানা ধরনের কাজ রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের পাশাপাশি বান্দাদের অধিকার প্রদানের সাথেও সম্পর্ক রাখে। আজ পৃথিবীর মানচিত্রে কেবলমাত্র

আহমদীয়া জামাতই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী এ কাজ করে যাচ্ছে। আর এটি এজন্য যে, আমরা যুগ ইমামকে মেনে এসব কাজের প্রকৃত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং এর প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করেছি। আমরা সেই সকল লোক যারা হৃদয়ের কার্পণ্যকে পরিহার করে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার রীতি শিখেছি যারা 'মুফলেহুনদের' অন্তর্ভুক্ত। 'মুফলেহুন' এর অর্থ কেবল সফলতা বা সফলকাম নয় বরং এর অর্থ হলো, এমন মানুষ যাদের স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। এর অর্থে ব্যাপকতা রয়েছে। এর অর্থে সফলতার চেয়েও ব্যাপকতা রয়েছে আর তাহলো, তারা এমন মানুষ যারা স্বাচ্ছন্দ্য রাখে, যারা সাফল্য অর্জনকারী, যারা নিজেদের নেক বা পুণ্য বাসনা পূরণকারী, তারা এমন মানুষ যারা সুস্থ-সুন্দর জীবনের বাসনা রাখে, এমন জীবন যা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে অতিবাহিত হয়, যাদের জীবন খোদা তা'লার নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এসে যায়, যাদের স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হয়ে থাকে, চিরস্থায়ী হয়ে যায়, যারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রশান্তি লাভকারী, যাদের ওপর খোদার অনুগ্রহ এ পৃথিবীতেও এবং পরকালেও স্থায়ীভাবে বর্ষিত হতে থাকে।

অতএব যারা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সাফল্য লাভ করে তাদের সফলতা সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং আমি যেমনটি বলেছি, এসব সাফল্যের গন্ডির কোন সীমা নেই। অতএব তারা কতই না সৌভাগ্যবান যারা এমন সফলতা লাভ করে। এরপর খোদার পথে আর্থিক কুরবানীকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এদের কাছে শুধু আর্থিক কুরবানীর দাবীই করা হচ্ছে না বরং এই কুরবানীকারী অর্থাৎ তোমরা (শোন)! এই খরচ বা আর্থিক কুরবানী হলো কুরবানীকারীদের সফলতার একটি মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা কারও ঋণ (ফেরত না দিয়ে) রাখেন না। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সকল আর্থিক কুরবানীকে এমন স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন এবং এমনভাবে মূল্যায়ন করেন যেন তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে কোন 'করযায়ে হাসানা' দিয়েছ। আর যখন ঋণ পরিশোধের সময় আসে তখন আল্লাহ্ তা'লা তা বর্ধিতরূপে ফেরত দেন। আর শুধু তাই নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের এই কুরবানীর কারণে তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং শুধু পাপই ক্ষমা করবেন না বরং অধিক পুণ্য কর্মের তৌফিক দান করবেন।

সুতরাং খোদা তা'লা যে কীভাবে মূল্যায়ন করেন তা তোমরা ভাবতেও পার না। খোদার মূল্যায়নের বিষয়টি 'মুফলেহুন' শব্দের ব্যাখ্যায় কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। অতএব তারা কতই না সৌভাগ্যবান মানুষ যারা খোদার কৃপাবারী থেকে এভাবে কল্যাণ লাভ করে থাকে। আর আমি যেমনটি বলেছি, আজকের যুগে পৃথিবীর মানচিত্রে একমাত্র আহমদীরাই আল্লাহ্‌র পথে খরচের প্রকৃত মর্ম ও অর্থ বুঝে। আর এ কারণে কেবল আহমদীরাই এই কল্যাণবারী থেকে কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে। এটি শুধু কোন ফাঁকা বুলি নয়, এমন শত-শত বরং সহস্র-সহস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে যা বিভিন্ন সময় আমার সামনে আসে। যারা আর্থিক কুরবানী করে তারা নিজেরাই এসব বর্ণনা করেন বা লিখেন এবং এক গভীর ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতার সাথে তারা এই আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। যদি এই আর্থিক কুরবানী বা খোদা তা'লার পথে খরচ করার প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ জানা না থাকে

তবে এমন আন্তরিক উৎকণ্ঠার সাথে কে এভাবে অর্থ খরচ করতে পারে? আর শুধু এরাই নয় বরং এমনও অনেক মানুষ রয়েছে যারা এই আর্থিক কুরবানীর অব্যবহিত পরে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে বহুগুণ বর্ধিতরূপে তাদেরকে তা ফেরত দিয়ে থাকেন, সে সংক্রান্ত একটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও তারা অতিবাহিত হন। এরপর খোদা তা'লার এই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের এত গভীর প্রভাব তাদের ওপর পড়ে যে, খোদার দেওয়া সেই বর্ধিত সম্পদকে তারা পুনরায় তাঁর রাস্তায় খরচ করে। আর এভাবে তারা আর্থিক দিক থেকেও উত্তরোত্তর খোদার কৃপাধন্য হতে থাকে আর অন্যান্য কল্যাণরাজী এবং সার্থকতাও তারা লাভ করে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা আহমদীরা গভীর আবেগের সাথে বর্ণনা করেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর ফযল করেছেন, কীভাবে তারা আর্থিক কুরবানীর সুযোগ পেয়েছেন আর কিরূপে আশাতীতভাবে তারা খোদা তা'লার কৃপাধন্য হয়েছেন। এমনই কিছু ঘটনা এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

বেনিন থেকে আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ লিখেন, কোতোনু শহরে এক বয়স্ক আহমদী বসবাস করেন যার নাম সালেমান সাহেব। তিনি অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল। ডিসেম্বর মাসে বেনিনের জলসা সালানায় অংশগ্রহণের জন্য যাতায়াত বাবদ যে ১৫০০ সিফাহ্ খরচ হয় তা ব্যয়ের সামর্থ্যও তার ছিল না। জলসায় অংশগ্রহণের জন্য যখন তাকে বলা হয় এবং জোর দেয়া হয় তখন তিনি অনেক চেষ্টা করে একপথের খরচ জোগাড় করে জলসাগাহে পৌঁছেন কিন্তু ঘরে ফিরে যাওয়ার ভাড়া ছিল না। পরবর্তীতে এর ব্যবস্থা করতে হয়েছে। তিনি জলসার পর ঘরে ফিরে আসেন। চার পাঁচ দিন পর ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহকারীরা চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তার ঘরে যান এবং বলেন, আপনি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার যে ওয়াদা করেছিলেন, এখনও এর কিছু বকেয়া আছে। সেই সালেমান সাহেব তখন সানন্দে তাদেরকে ঘরে স্বাগত জানান এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার কথা শুনে ঘরের ভেতরে যান আর ৬০০০ ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ এনে তাদের হাতে তুলে দেন। লেখক বলেন, তার সামর্থের নিরিখে এটি অনেক বড় অঙ্ক ছিল। তখন আমাদের মুহাস্‌সেল শহুদ সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, এত টাকা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, আপনি চাইলে আরো কম দিতে পারেন। বাচ্চাদের জন্য কিছু বাসায় রেখে দিন। এটি আপনার জন্য সাধ্যাতীত অঙ্ক। তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে এ টাকা দিয়েছেন তখন তাঁর পথে কেন ব্যয় করব না। এটি আমার টাকা নয় বরং খোদা তা'লার আমানত। আমার কাছে তো জলসায় যাওয়ার মতোও কোন অর্থ ছিল না। বড় কষ্টে এক পথের খরচ জোগাড় করে গিয়েছিলাম। ফেরার পর আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর এতটাই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি সানন্দে তাঁর পথে এই টাকা খরচ করতে চাই। এরপর তিনি আরও বলেন, দু'দিন পর আপনারা পুনরায় আসুন আমি আরও চাঁদা দিব এবং দু'দিন পর তিনি আরও দুই হাজার সিফাহ্ চাঁদা দেন।

এরপর তাঞ্জানিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লিগ লিখেছেন, সেখানকার একটি অঞ্চলের আহমদ মানৌফে সাহেব, যিনি নতুন বয়আতকারী, মাত্র দু'বছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি

বারবার একথা উল্লেখ করেছেন, আমি দেখেছি যে, আমরা ওয়াক্‌ফে জাদীদ বা তাহরীকে জাদীদ খাতে যা-ই খরচ করি না কেন আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিত আকারে তা ফেরত দেন। আর জামাতভুক্ত হওয়ার পূর্বে টাকা-পয়সা কোথায় যেত তা বুঝতেই পারতাম না। কিন্তু যখন থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি এবং চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি তখন থেকে হৃদয়ে এক প্রকার শান্তি পাই আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত।

এরপর বুরুন্ডির মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ লিখেন, সেখানে এক ব্যক্তি বসবাস করেন যার নাম হলো, আবু বকর সাহেব। অত্যন্ত দরিদ্র এক নতুন আহমদী। সামান্য বেতনের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করেন। নিজের পিতা-মাতাকেও সাহায্য করেন। তিনি বলেন, তার কাছে যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহ করতে যাই তাৎক্ষণিকভাবে কিছু চাঁদা দেন এবং বলেন, তার পিতা তিন মাস যাবত পায়ের ক্ষতের কারণে গুরুতর অসুস্থ। হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন। কবিরাজি চিকিৎসাও করিয়েছেন। এখন ডাক্তাররা তার পা কেটে ফেলার কথা ভাবছেন। এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, দুই সপ্তাহ পর আবু বকর সাহেব জুমুআয় আসেন এবং সর্বপ্রথম নিজের ওয়াক্‌ফে জাদীদের অবশিষ্ট চাঁদা পরিশোধ করেন এবং অত্যন্ত বেদনা বিধুর শব্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ শুরু করে বলেন, যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের সামান্য চাঁদা দিয়েছিলাম, কিছু চাঁদা তিনি পূর্বেও দিয়েছিলেন, তখন এর ফলাফল যা পেয়েছি তাহল, আমি যেখানে কাজ করতাম সেখানে আমার মালিক আমার বেতন বাড়িয়ে দেন আর তার চেয়েও বড় লাভ যা হয়েছে তাহলো, আমার পিতা আরোগ্য লাভ করতে আরম্ভ করেন। ইতোপূর্বে তিনি লাঠির ওপর ভর করে হাঁটতেন। এখন লাঠি ছাড়াই হাঁটা শুরু করেছেন। আর এসবই চাঁদা দেয়ার কল্যাণ। এরপর তিনি বলেন, আমাকে আয় অনুপাতে চাঁদায়ে আম এর হিসাবও বলুন যেন আমি রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করতে পারি।

এরপর তাঞ্জানিয়ার লিন্ডি অঞ্চল থেকে সোলেমানী সাহেব নিজেই লিখেছেন, আমি একজন দোকানদার। গত বছর আমার ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে কিন্তু আমি তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর ওয়াদা কম হতে দেইনি এবং রমযানুল মুবারকেই নিজ ওয়াদার চেয়ে অনেক বেশি পরিশোধ করেছি যেন খলীফাতুল মসীহ্‌র দোয়ার ভাগী হতে পারি এবং এই লোকসান থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা এতটাই ফযল করেছেন যে, তখন আমার একটি দোকান ছিল আর তাতেও লোকসান হচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমার চাঁদায় এত বরকত দিয়েছেন যে, এখন আমার দু'টো দোকান রয়েছে। খোদাতা'লা বলেন, তিনি কারও ঋণ রাখেন না বরং বহুগুণ বর্ধিত রূপে ফেরত দেন।

এরপর তাঞ্জানিয়া বাটওয়ারা অঞ্চলের আরেকজন নতুন বয়আতকারী শাংগোয়ে যোবায়রী সাহেব বলছেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু জামাত ছেড়ে দেই। স্থানীয় মুয়াল্লিমের প্রচেষ্টায় আমি পুনরায় জামাতে ফিরে আসি। যখন আমি জামাতের ব্যবস্থাপনার বাইরে ছিলাম, বড়

কষ্টে দিনাতিপাত হত। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন ছিলাম। আমার কাছে একটি সাইকেল ছিল এবং ছোট একটি ব্যবসা ছিল, সাইকেলে জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করতে যেতাম। আর কখনও কখনও সারাদিনে কিছুই বিক্রি হতো না। কিন্তু যখন থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনার অংশ হয়েছি, বিভিন্ন খাতে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি, স্বল্প সময়ের ভেতর আমার অর্থনৈতিক অবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে। আল্লাহ্ তা'লা চাঁদা দেয়ার কল্যাণে এত বরকত দিয়েছেন যে, এখন আমি সাইকেলের পরিবর্তে মটরসাইকেল ক্রয় করেছি এবং পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে আছি।

এরপর কঙ্গোর ব্রাজবিল থেকে মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, এক দরিদ্র আহমদী বন্ধুর নাম হলো, আলিপা সাহেব যিনি শ্রমজীবি মানুষ। প্রত্যেক মাসে রীতিমত চাঁদা দেন। আমরা যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার ঘোষণা দেই, তিনি বলেন, আমার কাছে শুধু দুই হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ ছিল আর কোথাও কাজও পাচ্ছিলাম না। আমি মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল পড়লাম। এই দরিদ্র শ্রমজীবি আহমদী বলেন, এরপর সেই দু'হাজার ফ্রাঙ্ক যা আমার কাছে ছিল তা চাঁদা হিসেবে সদর সাহেবের হাতে তুলে দেই। তিনি বলেন, সেদিনই সন্ধ্যার সময় এক ব্যক্তি আমাকে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ পাঠিয়ে দেয়, আসলে দীর্ঘদিন পূর্বে আমি তার কাজ করেছিলাম কিন্তু সে আমার পারিশ্রমিক আমাকে পরিশোধ করেনি; এটি সেই টাকা। তিনি বলেন, আমি মনে করি চাঁদার বরকতে আমাকে আমার পারিশ্রমিক ফেরত দিতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বাধ্য করেছেন। আর এইভাবে দশগুণ বর্ধিত রূপে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ফেরত দিয়েছেন।

এরপর বেনিনের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, সেখানকার এক আহমদীর নাম হলো, কান্ডে সাহেব যিনি গোগোরো জামাতের সাথে সম্পর্ক রাখেন। তিনি সম্প্রতি বয়আত করেছেন এবং একই সাথে বিভিন্ন খাতে চাঁদা দেয়াও আরম্ভ করেন। তিনি নিজের ভেতর এক অসাধারণ পরিবর্তন অনুভব করেন। এবার যখন তার কাছ থেকে ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা নেওয়া হয় তখন তিনি সানন্দে চাঁদা দিতে গিয়ে বলেন, যখন থেকে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমার ব্যবসা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে আর আমার কাজে অসাধারণ বরকত দেখতে পাচ্ছি। আমি মনে করি এ সবকিছু আহমদীয়াত গ্রহণ এবং চাঁদা দেয়ারই কল্যাণ।

এরপর সিয়েরালিওনের কেনামা অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব হাজী শেখু সাহেব সম্পর্কে বলেন, পূর্বে আমি আমার বাচ্চাদের পক্ষ থেকে ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা নিজেই দিয়ে দিতাম। কিন্তু এবার আমি আমার মেয়েকে বললাম সে যেন নিজের ওয়াদা নিজেই লেখায় এবং নিজেই যেন তা নিজের হাতখরচ থেকে পরিশোধ করে। সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ সাহেব যখন চাঁদার ওয়াদা নেয়ার জন্য যান, তখন ডক্টর হাজী শেখু সাহেব নিজের মেয়েকে বলেন, তোমার ওয়াদা লেখাও। তখন সেই মেয়ে বলে, সে দশ হাজার লিওন চাঁদা দেবে। ডক্টর সাহেব বলেন, আমার ধারণা ছিল সে হয়তো তিন চার হাজার লিওন লেখাবে। আমার মেয়ে যখন দশ হাজার লিওন বলল

তখন তার মা বলে, এত টাকা তুমি কোথেকে দিবে। ডক্টর সাহেব স্ত্রীকে বলেন, তুমি চুপ থাক। সে যখন নিজের ইচ্ছায় লিখিয়েছে তাকে লেখাতে দাও। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই ডক্টর সাহেবের কিছু আত্মীয় স্বজন দেখা করতে আসেন এবং ফেরত যাওয়ার সময় তারা সেই মেয়েকে পনের হাজার লিওন (তোহফা) দেয়। সেই মেয়ে তখনই ডক্টর সাহেবকে দশ হাজার লিওন দিয়ে বলে যে, এই হলো আমার ওয়াদাকৃত চাঁদা।

এমন সুদূর মফস্বলে বসবাসকারী আহমদীদেরকেও এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা অশেষ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠায় সমৃদ্ধ করেছেন এবং তারা চাঁদার গুরুত্বকে অনুধাবন করে। তাদের হৃদয়ে এই প্রেরণা কে সঞ্চার করে? নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই বস্তু জগতের অন্ধরা এটি দেখতে পায় না যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। একথাও স্মরণ রাখবেন, নবাগতরা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় খুব দ্রুত উন্নতি করছে। পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার যে চেতনা সেদিকে পুরোনো আহমদী এবং পুরোনো পরিবারগুলোরও মনোযোগী হওয়া উচিৎ এবং খুবই সচেতনতার সাথে তা করা উচিৎ।
এরপর আমাদের কিনশাসার মুবাল্লিগ লিখেন, সেখানকার এক আহমদী বন্ধুর নাম হলো, ইব্রাহীম সাহেব। তিনি গবাদি পশু ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় ছিল এবং কোন লাভ হতো না। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি নিজের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। চাঁদার কল্যাণে তার ব্যবসা ক্রমশঃ উন্নতি করতে থাকে। তিনি একথা স্বীকার করেন যে, এ সব উন্নতি সেই আর্থিক কুরবানীরই ফসল যা জামাতভুক্ত হওয়ার পর তিনি করেছেন।

কঙ্গো কিনশাসারই মুবাল্লিগ সাহেব বাকুঙ্গু প্রদেশ থেকে লিখেন, মুবানযা গোঙ্গু জামাতের মুস্তফা সাহেব এ বছর রমযানে বয়আত করেছেন। এরই মাঝে তার বোন যিনি খ্রীষ্টান ছিলেন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার চিকিৎসার জন্য বেশ মোটা অঙ্ক খরচ হতে থাকে। একই মাসে তিনি যখন মসজিদে আর্থিক কুরবানির তাহরীক শুনেন তখন চাঁদা দেন আর নিজের বোনের পক্ষ থেকেও তার রোগ নিরাময়ের জন্য দোয়ার অনুরোধ করে চাঁদা প্রদান করেন। এরপর তার বোন সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি স্বয়ং বলেন, এসব কিছুই সেই আর্থিক কুরবানীর কল্যাণ যা আল্লাহ্ তা'লার পথে করেছি।

এরপর মালির আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, সেখানকার এক আহমদী মোহাম্মদ জারা সাহেব জামাতী চাঁদা দেয়ার পূর্বে খুবই অসচ্ছল ছিলেন। যখন থেকে তিনি জামাতী চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছেন তার দারিদ্র্য দূর হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় মালিতে এখন অনেকেই বড় উল্লেখযোগ্য আর্থিক কুরবানী করছেন। কিছুকাল পূর্বে এক যুবক দাউদ সালেফ সাহেব যিনি এক দরিদ্র মিস্ত্রী। প্রথম দিকে তিনি সপ্তাহে এক হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ চাঁদা দেয়া আরম্ভ

করেন। তার কাজ এবং আন্তরিকতায় এত উন্নতি হয় যে, কিছুদিন পূর্বে তিনি এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ফ্রাঙ্ক চাঁদা আদায় করেন যা প্রায় দুই শত দুই পাউন্ডের সমান।

নতুন বয়আতকারীদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় চাঁদা দেয়ার আন্তরিকতা এখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় আন্তরিকতার সাথে তারা চাঁদা দিচ্ছে। একইভাবে জামাতের আরেক নিষ্ঠাবান বন্ধুর নাম হলো, আফানা সাহেব। প্রত্যেক মাসে তিনি প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় দুই শত পাউন্ড চাঁদা দেন। সেই সকল দরিদ্র দেশসমূহের নিরিখে এগুলো অনেক বড় অঙ্ক। এছাড়াও তিনি প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ প্রায় তিন শত ত্রিশ পাউন্ড যাকাত খাতেও প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঈমান এবং বিশ্বাসে উন্নতি করছেন।

ভারতের কাশ্মিরের ইন্সপেক্টর মাল সাহেব লিখেছেন, সম্প্রতি কাশ্মিরে যে বন্যা আঘাত হানে তার ফলে শ্রীনগরের প্রায় সকল আহমদী ঘর প্রভাবিত হয়। সেপ্টেম্বরের বন্যায় এত পানি আসে যে, দোতলা ঘর পর্যন্ত বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি যখন শ্রীনগর জামাতে সফরে যাই তখন চিন্তিত ছিলাম যে, এবার হয়তো শ্রীনগর জামাতের চাঁদা একশত ভাগ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না কেননা, পরিস্থিতির কারণে মানুষ নিজেদের ঘরের ছাদে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের সম্পূর্ণ ঘর কাদা-পানিতে ভরে গিয়েছিল আর সব ঘরেরই অবস্থা শোচনীয় ছিল। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, কোন ঘরে গিয়েই একথা বলার সাহস পেতাম না যে, চাঁদার জন্য এসেছি। তিনি বলেন, আমাকে দেখে সদস্যরা নিজ থেকেই চাঁদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন এবং আমি এতে আশ্চর্যান্বিত হই, তারা সানন্দে নিজেদের অবশিষ্ট চাঁদা আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন। আর এত কষ্ট সত্ত্বেও তাদের ভ্রুকুঞ্চিত করতে দেখিনি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামাতে আহমদীয়া শ্রীনগরের চাঁদা পুরোপুরি সংগৃহীত হয়। এ দৃশ্য দেখে চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে যায় এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের (রা.) কথা মনে পড়ে, যাদের কাছে খাওয়ার মতো কিছু না থাকলেও কুরবানীর ক্ষেত্রে তারা সর্বদা অগ্রসরমান থাকতেন। সত্যিকার অর্থে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর এই প্রিয় জামাতকে দেখেও আমাদের ঈমান সুদৃঢ় হয়।

বেনিন থেকে আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব লিখেন, একজন নতুন বয়আতকারী রীতিমত এই মানসে চাঁদা দিতেন যে, খোদা তা'লা যেন তার পরিবারের সদস্যদের আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দান করেন। তিনি আহমদী হয়েছিলেন কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা আহমদী ছিল না। তিনি নিজেই বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার চাঁদা দেয়ার কল্যাণে আমার পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এ স্বপ্নের মাধ্যমে আমি তাদেরকে তবলীগ করার প্রেরণা পাই। পূর্বে তবলীগ করতেন না কিন্তু স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি তাদের তবলীগ করা শুরু করেন। তিনি বলেন, তাই আমি তাদেরকে তবলীগ করা আরম্ভ করি আর একই সাথে এই উদ্দেশ্যেও বিশেষভাবে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি, আজ আমি এ কথা বলতে গিয়ে গর্ববোধ করছি যে, আমার পুরো পরিবার আল্লাহ্

তা'লার ফযলে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে। এটি ধর্মের পথে আর্থিক কুরবানীর কারণেই সম্ভব হয়েছে।

বেনিনের মোগোরো গ্রামের এক ভদ্রমহিলার নাম শাবিল সাহেবা। তিনি বলেন, গত বছর আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি যে কাজ বা ব্যবসাই শুরু করতাম তাতে লোকসান হতো এবং কোন কাজই লাভজনক হতো না। একদিন মুয়াল্লিম সাহেব আমাকে সততার সাথে আল্লাহ্ তা'লার পথে আর্থিক কুরবানী করার এবং রীতিমত চাঁদা দেয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করলে আমি ভাবলাম যে আচ্ছা! এটিও করে দেখি, সততার সাথে যে আয় হয় সেই অনুসারে চাঁদা দিয়ে কি লাভ হয়। তিনি বলেন, যখন থেকে রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি আমার ব্যবসা উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে। ঘরে আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। আমার সকল কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্য, তিনি তাঁর পথে খরচকারীদেরকে ব্যাপক দানে ভূষিত করেন।

এরপর ভারত থেকেই ইন্সপেক্টর কামরুদ্দিন সাহেব বলেন, কেরালা প্রদেশে আর্থিক বছরের প্রথম দিকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের বাজেট লেখানোর জন্য একটি জামাতে যাই, সেখানে ২৬ বছর বয়স্ক এক যুবকের সাথে সাক্ষাত হয়। সেই যুবক বলেন, আমি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে পড়াশোনা সম্পন্ন করেছি এবং আমার পিতার সাথে ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি। ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে বোঝানো হলে তখনই সেই যুবক দুই লক্ষ রূপী বাজেট লিখান এবং বলেন, এখনই ব্যবসা আরম্ভ করেছি, আল্লাহ্ তা'লাই জানেন কোথা থেকে এই ওয়াদা পূরণ হবে। তিনি আমাকেও চিঠি লিখেছেন এবং সেই যুবককেও বলেছেন, হুযূরকে দোয়ার জন্য লিখুন। অতঃপর ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, দ্বিতীয় বার আমি যখন চাঁদা সংগ্রহের জন্য সেখানে যাই, সেই যুবক পরম আনন্দের সাথে জানান, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় বেশ কিছু ব্যাংক থেকে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের কাজ পেয়েছি যার কারণে আয়-রোজগারে অনেক বরকত হয়েছে। আর সেই মুহূর্তেই তিনি তার ওয়াদাকৃত দুই লক্ষ রূপীর পুরো অর্থ প্রদান করেন।

এরপর ভারত থেকেই ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর নায়েব নাযেম মাল সাহেব লিখেছেন, উত্তর প্রদেশে চাঁদা সংক্রান্ত সফরের সময় মুহাম্মদ ফরিদ আনোয়ার সাহেব যিনি কানপুরের সেক্রেটারী মাল, তার সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তার ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা পুরোটাই দিয়ে দেন এবং একইসাথে রাতে তার বাসায় নিমন্ত্রণ করেন। রাতে তার ঘরে পৌঁছলে তিনি বলেন, তার আট বছর বয়স্কা মেয়ে দু'দিন যাবত এই অধমের জন্য অপেক্ষা করছিল। সেই মেয়ের নাম হলো, সাজ্জিলা। সে তখন ঘরের ভেতর যায় এবং কিছুক্ষণ পর একটা থলি হাতে ঘরের বাইরে আসে। তা এই অধমের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলে, আমি পুরো বছর চাঁদা দেয়ার জন্য এতে রূপী জমিয়েছি। আপনি এ থেকে সব টাকা বের করে নিন এবং আমাকে রশিদ দিন। তাতে সাতশত পঁয়ত্রিশ রূপী ছিল। তিনি বলেন, এটি দেখে আমি খুবই অবাক হই, একটি আট বছর বয়স্কা মেয়ে

এবং আল্লাহ্‌র ফযলে সে তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও-এ অন্তর্ভুক্ত, নিজের ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর ওয়াদা নিজেই লিখিয়ে সেই ওয়াদার চেয়ে বেশি পরিশোধ করেছে।

আমি পূর্বেই বলেছি, বাচ্চাদের ভেতর এই যে প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে তা কে সৃষ্টি করতে পারে? কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই শিশুদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা যোগান। কিন্তু পিতা-মাতারও দায়িত্ব হবে, ঘরে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখা এবং সন্তান-সন্ততির হৃদয়ে অন্যান্য নেকী যেমন, ইবাদত ইত্যাদির পাশাপাশি চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কেও তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বোঝানো এবং তাদের হৃদয়ে তা গ্রথিত করে দেয়া। এমন ঘটনাবলীও ঘটেছে যে, বাচ্চারা চাঁদা নিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে, আপনার আব্বা আপনার পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে দিয়েছেন। তখন সেই বাচ্চারা উত্তরে বলে যে, আব্বা যা দিয়েছেন তার সওয়াব তো তার হবে। আমরাতো আমাদের হাতখরচ থেকে নিজেরাই চাঁদা দিব।

ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন, এক বন্ধুকে যখন ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তিনি বলেন, আমার কাছে এখন যত টাকা আছে তার পুরোটাই চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি। ঘরের সদস্যরা বলে, কিছু তো রেখে দাও। সংসার খরচ কীভাবে চলবে? তিনি বলেন, আমি বললাম, ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর চাঁদার ওয়াদা আমি আগেই করেছি। এটি আমাকে অবশ্যই দিতে হবে। ঘরের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা'লা নিজেই করবেন। তিনি লিখেন, পরবর্তী মাসে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে তিনি একটি চিঠি পান যে, আপনার মেডিকেলের রিপোর্ট দেখে আমরা আপনাকে দুই বছরের খরচ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর সে মোতাবেক তারা তিন মাসের টাকাও এর সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়। সেই টাকা পাওয়ার পর আমি দেখলাম যে, তা সেই অঙ্কের একশত গুণ বেশি যা ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে আমি প্রদান করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আর্থিক কুরবানীর ফসল এক মাসের মধ্যেই তাকে ফেরত দেন।

যুক্তরাজ্যের ওয়াক্‌ফে জাদীদের লাজনার সেক্রেটারী বলেন, এখানকার এক হালকার ওয়াক্‌ফে জাদীদ সেক্রেটারী তাকে বলেন, এক ভদ্রমহিলা অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দুর্বল, চাঁদা দিতে পারতেন না, তারপরও সর্বনিম্ন যতটা সম্ভব ছিল তিনি তা-ই ওয়াদা লিখিয়েছেন। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, ওয়াদা লেখানোর পর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে ওয়াদা রক্ষার সামর্থ লাভের জন্য দোয়া আরম্ভ করেন। সেই ভদ্রমহিলা সেলাইয়ের কাজ জানতেন। অতএব কয়েকদিনের ভেতর তিনি সেলাই এর অর্ডার পেতে থাকেন। এরপর তিনি শুধু নিজের ওয়াদাকৃত চাঁদা আদায়ের যোগ্যতাই অর্জন করেননি বরং তার চেয়েও অনেক বেশি আয় হয়। তাই তিনি তার ওয়াদার পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেন। এখানে এটিও উল্লেখ করছি যে, তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াক্‌ফে জাদীদ উভয় খাতে ইউকে'র লাজনা ইমাইল্লাহ্ শুধু নিজেদের টার্গেটই পূর্ণ করেনি বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যা ওয়াদা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি তারা আদায় করেছে।

বেনিনের আমীর সাহেব লিখেন, বেনিনের উত্তরে এবং কেন্দ্রীয় বেনিনে বড় সংখ্যায় ফুলানী সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে। বিগত বছরগুলোতে এই গোত্রের লোকেরাও বয়আত করেছিল। এই গোত্রের তিনটি গ্রাম এলাকার মৌলভীদের বিরোধিতা এবং ভয়াবহ চাপের কারণে বয়আত করার কিছুদিন পরই পিছিয়ে যায়। বুরকিনাফাঁসো থেকে ফুলানী সম্প্রদায়ভুক্ত একজন মুয়াল্লিমকে বেনিনে পাঠানো হয়, যেন তিনি সেই এলাকায় যোগাযোগ করে তাদের ভুল বোঝাবুঝি দূর করেন। সুতরাং তিনি এক মাস সেই অঞ্চলে কাজ করেন আর এই তিনটি গ্রামই আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পুনরায় জামাতভুক্ত হয়। আর তাদের ঈমানও দৃঢ়তা লাভ করে। এই তিনটি গ্রামের আহমদীরা নিজেরাই একটি বড় অঙ্ক পরিবহন খাতে ব্যয় করে বাসযোগে বেনিনের জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। জলসার পর নিজ-নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরই জামাতের মুয়াল্লিম সাহেব তাদের গ্রামে যান এবং আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলেন যে, আমি বলেছি, নতুন বয়াতকারীদের কাছ থেকে যৎসামান্য নিয়ে হলেও তাদের আর্থিক কুরবানীতে অভ্যস্ত করুন। এখন ডিসেম্বর মাস আর এটি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধের শেষ মাস। তিনি বলেন, যদিও জলসার জন্য পরিবহন খাতে তারা অনেক টাকা ব্যয় করেছিলেন আর আর্থিক দৈন্যতা তো ছিলই, কিন্তু ঈমানী চেতনায় তারা এতটাই উজ্জীবিত ছিলেন যে, এই কথা শোনার সাথে সাথে এই তিনটি গ্রামের প্রত্যেক সদস্য ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতেও চাঁদা দেন। আর এভাবে এই গোত্রে, এরইমাঝে এক হাজারের কাছাকাছি নতুন বয়আতও হয়।

অতএব এই হলো আর্থিক কুরবানী সংক্রান্ত কিছু ঘটনা যে, কীভাবে উচ্ছাস ও পরম আন্তরিকতার সাথে মানুষ চাঁদা দেয়। আর অনেক ঘটনার মাঝে আমরা এটিও দেখেছি যে, খোদা তা'লা কীভাবে বহুগুণ বর্ধিত আকারে তা ফেরত দেন। অতএব খোদা তা'লা সত্য প্রতিশ্রুতি দাতা। এই সমস্ত ঘটনাদৃষ্টে একদিকে যেখানে খোদার কালাম বা বাণীর সত্যতা প্রকাশ পায় আর স্বয়ং আমাদেরও অভিজ্ঞতা অর্জন হয় সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের সাথে, তা পৃথিবীর যেই দেশেই হোক না কেন, ঐশী সমর্থনের দৃশ্য এবং দৃষ্টান্তও পরিলক্ষিত হয়। আমি পূর্বেও অর্থাৎ বিগত বছরগুলোতে বলেছি যে, ওয়াক্‌ফে জাদীদের এই তাহরীক হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পাকিস্তানের বাইরের দেশসমূহ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেছিলেন, বিশেষ করে আফ্রিকা এবং ভারতের চাহিদা মেটানোর জন্য। পূর্বে এই খাতে চাঁদা দেয়ার জন্য পাকিস্তানের বাইরের দেশগুলোর ওপর এতটা জোর দেয়া হতো না। বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলো বা সম্পদশালী দেশগুলো এই খাতে যে চাঁদা দেয় তা আফ্রিকায় ব্যয় হয়।

এখন আমি আপনাদেরকে সামনে কিছুটা পরিসংখ্যান তুলে ধরতে চাই। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় বর্তমানে আফ্রিকার ১৮টি দেশে ৯৫টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। আর অনেক বড় বড় মসজিদও নির্মিত হচ্ছে কেননা, সেখানে সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তবলীগেরও নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন

যে, যেখানেই ইসলামকে পরিচিত করাতে চাও, তবলীগ করতে চাও, মসজিদ বানিয়ে দাও। আফ্রিকা ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই কাজ চলছে। আফ্রিকা সহ মোট ২৫টি দেশে, অর্থাৎ আরও ৭টি দেশ রয়েছে যেখানে এই বছর ২০৪টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। একইভাবে ১৮৪টি মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে। ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যের দেশসমূহের ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আফ্রিকান দেশসমূহে ব্যয় হয়। যদিও আফ্রিকান আহমদীরাও আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক বড় আর্থিক কুরবানী করে থাকেন। কিন্তু তাদের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাছে আর সেখানে বয়আতের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বয়আতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নবাগতদের অধিকাংশই দরিদ্র হওয়ার কারণে তারা পুরোপুরি নিজেদের ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য রাখে না। তারা অবশ্যই সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তারা যে কীভাবে কুরবানী করছেন তা ঘটনাবলীতে বর্ণীত হয়েছে। সেখানে মুখালেফাতের ঘটনাও ঘটে থাকে। দু'টো ঘটনা আমি এমনও বলেছিলাম যে, বিরোধীরা নতুন বয়আতকারীদের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে জামাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। অনেক দুর্বল মানুষও থাকে যারা পেছনে সরে যায়। কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে এমন দৃঢ় আহমদীরাও আছে যারা কোন কিছুর প্রতিই ভ্রুক্ষেপ করে না।

যাহোক জামাতগুলোর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণের জন্য আমি বলেছিলাম, বয়আত করানোর পর নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন আর তা উত্তরোত্তর আরও দৃঢ় করুন। সেখানে বারবার যান যেন তরবীয়তি বিষয়গুলো দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাদের তরবীয়ত হতে থাকে। আফ্রিকান দেশগুলোতে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলও আছে যেখানে জঙ্গল অতিক্রম করে যেতে হয়। সেসব এলাকায় নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না বা বড় কষ্টে সেখানে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এই কারণে দীর্ঘদিন জামাতগুলোর সাথে বা নতুন আহমদীদের সাথে যোগাযোগ থাকে না। তাছাড়া মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমদেরও ঘাটতি রয়েছে। কষ্ট করে হলেও যদি তারা বারবার যান তাহলে যোগাযোগ রক্ষা হতে পারে কিন্তু সংখ্যা যেহেতু কম তাই সবসময় যাওয়াও সম্ভব হয় না। তাই যেমনটি আমি বলেছি, অনেক বয়আত এমনও আছে যা হারিয়ে যায়। তাই আমাদেরকে, জামাত সমূহকে, বিশেষ করে সেই সকল দেশের জামাতগুলোর ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ, অন্ততঃপক্ষে প্রথমে এক বছর এদিকে গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। এই উদ্দেশ্যে খিলাফতের প্রথম বছরেই আমি জামাতগুলোকে বলেছিলাম, অগণিত বয়আত আমাদের নষ্ট হচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে। ইতোপূর্বে যে সকল বয়আত হয়েছে অর্থাৎ পুরনো বয়আতের শতকরা সত্তর ভাগ যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনুন। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামাতগুলো চেষ্টাও করেছে; বিশেষ করে আফ্রিকায়। আর যখন পুনরায় যোগাযোগ করা হয় তখন সেই সকল বয়আতকারীরা অনুযোগ করে যে, তোমরা বয়আত করানোর পর আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। তারা আন্তরিকভাবে আহমদী হয়েছিল কিন্তু আহমদীয়াতের শিক্ষা সম্পর্কে জানতো না। তরবীয়তের ঘাটতি ছিল। যাহোক আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় লক্ষ-লক্ষ এমন আহমদীর সাথে

যোগাযোগ বহাল হয়েছে এবং তারা ফিরে এসেছেন এবং তাদের তরবীয়তের জন্য এখন সক্রিয় সিস্টেমের সূচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। যোগাযোগ পুনঃর্বহালের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছে ঘানা। এরপর নাইজেরিয়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এবং যথাক্রমে আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ রয়েছে। তাঞ্জানিয়ায় এই বিষয়ে অনেক ঘাটতি রয়েছে। তাদেরও অনেক চেষ্টা করা উচিৎ, তাদের সাথে যোগাযোগ বহাল করা উচিত; কেননা বলা হয়, সেখানেও একযুগে অনেক বয়আত হয়েছিল। তাদের সবাইকে খুঁজে বের করুন। ইউরোপে প্রায় বিশ বছর পূর্বে বা তারও অধিককাল পূর্বে, বসনিয়ার রাজনৈতিক সংকটের সময় জার্মানীতে প্রচুর বসনিয়ান শরণার্থী এসেছিল। বলা হয় যে, তাদের মাঝে প্রায় এক লক্ষের মত বসনিয়ান বয়আত করেছিল। কিন্তু তারা স্ব স্ব দেশে ফিরে যাওয়ার পর তাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর আর জানা যায়নি যে, তারা কোথায়। এই দৃষ্টিকোন থেকে এসব দেশেও যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে। একইভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও বলা হয় যে, এক সময় অনেক বয়আত হয়েছিল। তাই সেখানেও সন্ধান করা প্রয়োজন।

যদি নতুন বয়আতকারীদের চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে যোগাযোগও বহাল থাকে এবং ঈমানের দৃঢ়তার পাশাপাশি জামাতের ব্যবস্থাপনার সাথেও তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। তাই আমি বলেছিলাম, তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার খাতে নবাগতদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। পুরোনদের মাঝেও চেতনাবোধ জাগ্রত করুন। অনেক জামাত এক্ষেত্রে খুবই সক্রিয় এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু অনেক জায়গায় শৈথিল্যও রয়েছে। আমি তো বলেছিলাম, কেউ যদি বছরে দশ-বিশ টাকাও দেয় তাহলে তার কাছ থেকে তাই নিন। অন্ততঃপক্ষে এর মাধ্যমে জামাতের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সবার জানা থাকা উচিৎ, আমাদেরকে আর্থিক কুরবানী করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আর্থিক কুরবানীকারীদের সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যতটা হওয়া উচিৎ ততটা হচ্ছেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ বছর ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে চাঁদা দাতার সংখ্যা ৮৫,০০০ বৃদ্ধি পেয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্ এটি নিঃসন্দেহে জামাতের উন্নতির একটি মাপকাঠি, প্রতি বছর আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে জামাত উন্নতি করছে এবং এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যদি চেষ্টা করা হতো আর এ বছর যারা বয়আত করেছে তাদের মাঝ থেকে সাবালকদের শতকরা ২০ ভাগকেও অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হতো তাহলে বয়আতের দৃষ্টিকোন থেকেই এক লক্ষ দশ হাজারের অধিক চাঁদা দাতা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা।

আল্লাহ্‌র ফযলে নিঃসন্দেহে উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এতে আরও অনেক সুযোগ রয়েছে। আগামী বছর সদস্যদের চাঁদাদাতাদের তালিকায় অন্তর্ভক্ত করার টার্গেট নতুনভাবে ওকালতে মালের মাধ্যমে সবাইকে দেয়া হবে। এদিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লার অশেষ অনুগ্রহ এবং কৃপায় ব্যয়ভার কীভাবে নির্বাহ হবে বা পূরণ হবে তা নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা পূর্ণ করবেন কেননা, এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। আমাদেরকে আরও

অধিক হারে নিজেদের মাঝে কুরবানীর চেতনায় সমৃদ্ধ লোক সৃষ্টি করতে হবে। এর জন্য ওহ্‌দাদার বা পদাধিকারীদের দোয়াও করা উচিৎ এবং একইসাথে চেষ্টাও করা উচিৎ। আর অন্যান্য সাধারণ আহমদীদেরও কাজ হবে যোগাযোগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। যারা পবিত্র স্বভাবের অধিকারী আর যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করতে চান তারা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ফিরে আসবে। আর দুর্বলরা যদি দূরে সরেও গিয়ে থাকে তবু তাদের প্রতিও অবশ্যই আমাদের সহানুভূতি রয়েছে, কেননা আল্লাহ্ তা'লার একটি পুরষ্কার লাভ করার পর তারা তা হারিয়ে বসেছে। কিন্তু নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা নিয়ে আমাদের কোন চিন্তা নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও সংখ্যার তুলনায় নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং ঈমানে সমৃদ্ধ নিষ্ঠাবানদের বিষয়ে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন যে, এমন নিষ্ঠবান জামাতের ভেতর সৃষ্টি হওয়া উচিৎ।

অতএব নতুন বয়আতকারী এবং পুরোনো আহমদীদেরও এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে মানোন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নিষ্ঠা এবং ইখলাসের পরিচয় বহন করে এবং এথেকে তাদের আন্তরিকতার মান কেমন তা অনুধাবন করা যায়। কিন্তু জামাতী ব্যবস্থাপনা বা সিস্টেমকেও হারিয়ে যাওয়া লোকদের খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিৎ। ভারতেও আমি যেমনটি বলেছি, পশ্চিমবঙ্গে অনেক বয়আত হয়েছিল। তাদেরকে খুঁজে বের করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিৎ যেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা তাদের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ সামনে আসে। আর আগামী দিনের জন্য এসব দুর্বলতাকে দৃষ্টিতে রেখে পুনরায় তবলীগ এবং তরবীয়তের নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। একইভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই দৃষ্টিকোন থেকে কাজ করা উচিৎ, যারা জামাতভুক্ত হয় তারা যত দূরেই থাকুক না কেন তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা যেন সম্ভব হয়। যোগাযোগ একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা জামাতগুলোকে এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন।

জানুয়ারীর প্রথম বা দ্বিতীয় জুমুআয় ওয়াক্‌ফে জাদীদ এর নববর্ষের ঘোষণা হয়ে থাকে সেই রীতি অনুসারে এখন আমি এর ঘোষণা দিচ্ছি এবং বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যানও আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৫৭তম বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাধন্য হয়ে গত ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে এবং ১লা জানুয়ারী থেকে ৫৮তম বছরের সূচনা হয়েছে। বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে ৬২লক্ষ ৯হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে যা গত বছরের তুলনায় ৭লক্ষ ৩১হাজার পাউন্ড বেশি। আলহামদুলিল্লাহ্, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

পাকিস্তান তালিকার শীর্ষে আছে। গত বছর যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে ছিল। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য, এরপর আমেরিকা, তারপর জার্মানী, এরপর যথাক্রমে কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া রয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও মাশাআল্লাহ্ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার পর রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, এরপর দুবাই, বেলজিয়াম এবং এরপর একটি আরব দেশ রয়েছে।

মুদ্রার দৃষ্টিকোন থেকে যেমনটি আমি বলেছি, অস্ট্রেলিয়া উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। তারা শতকরা ১২৩ ভাগ চাঁদা বৃদ্ধি করেছে। কানাডা শতকরা ২১ ভাগ। এরপর ভারত শতকরা ১৬ বা প্রায় ১৭ ভাগ চাঁদা বৃদ্ধি করেছে।

মাথাপিছু চাঁদা আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে, তারা মাথাপিছু ৭৭ পাউন্ড আদায় করেছে। সুইজারল্যান্ড ৫৯, যুক্তরাজ্য ৫১, অস্ট্রেলিয়া ৫৬, এরপর যথাক্রমে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, কানাডা এবং জার্মানী রয়েছে। এই বড় জামাতগুলোর ভেতর জার্মানী সবার শেষে আছে।

ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ১১লক্ষ ২৯হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে মালী, বেনিন, নাইজার, বুরকিনাফাঁসো, গাম্বিয়া এবং ক্যামেরুনের জামাতগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মোট সংগ্রহের দিক থেকে আফ্রিকায় ঘানা সর্বাগ্রে রয়েছে, এরপর নাইজেরিয়া, তারপর রয়েছে মরিশাস।

পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্ক ও আতফালদের পৃথক পৃথক উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সাবালকদের ক্ষেত্রে প্রথম তিনটি জামাতের মাঝে প্রথম হলো, লাহোর, ২য় রাবওয়া এবং তৃতীয় হলো করাচি। জেলা ভিত্তিক অবস্থানের দিক থেকে রাওয়ালপিন্ডি প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর যথাক্রমে ফয়সালাবাদ, সারগোদা, গুজরানওয়ালা, গুজরাত, ওমরকোট, মুলতান, হায়দ্রাবাদ, ভাওয়ালপুর এবং পেশাওয়ার।

আতফালের তিনটি বড় জামাত হলো, প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় করাচি এবং তৃতীয় রাবওয়া। আতফালের দিক থেকে জেলাগুলোর অবস্থান হলো, যথাক্রমে শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফয়সালাবাদ, সারগোদা, গুজরানওয়ালা, নারোওয়াল, গুজরাত, ওমরকোট, হায়দ্রাবাদ ডেরাগাজীখান।

মোট চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে ইংল্যান্ডের দশটি বড় জামাত হলো, বার্মিংহাম ওয়েস্ট, রেইনয্ পার্ক, মসজিদ ফযল, জিলিং হাম, ওস্টার পার্ক, বার্মিংহাম সেন্ট্রাল, উইম্বলডন পার্ক, নিউ মলডেন, হান্সলো নর্থ এবং চীম।

অঞ্চলভিত্তিক অবস্থানের দিকে থেকে লন্ডন রিজিওন প্রথম স্থানে, তারপর যথাক্রমে মিডল্যান্ডস্, মিডেল সেক্স, ইসলামাবাদ, নর্থ ইস্ট এবং সাউথ রিজিওন।

ছোট পাঁচটি জামাত হলো, স্পেনভ্যালী, লেমিংটন স্পা, ব্রমলে এবং লুইসাম, স্ক্যানথর্প এবং উলভার হ্যাম্পটন।

সংগ্রহের দিক থেকে আমেরিকার দশটি জামাত হলো, সিলিকন ভ্যালী প্রথম স্থানে, এরপর যথাক্রমে ডেট্রয়েট, এরপর সিয়াটল, ইয়র্ক, হেরিসবার্গ, লস এঞ্জেলেস, বোস্টন, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, ডালাস, হিউসটন এবং ফিলাডেলফিয়া।

জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় এমারত নিম্নরূপ: প্রথমস্থানে রয়েছে হ্যামবুর্গ, তারপর ফ্র্যাঙ্কফুর্ট, গ্রসগেরাউ, ডামস্টাড এবং উইযবাদেন। আর সংগ্রহের দিক থেকে শীর্ষ দশটি জামাত হলো, যথাক্রমে রুইডোরমার্ক, নোয়েস, নিডা, ফ্লোরিযহায়েম, কোলন, ফ্রেডবার্গ, কোবলেনয্, মেহেদীয়াবাদ, ফুলল্ডা এবং হ্যানোভার।

সংগ্রহের দিক থেকে কানাডার বড় জামাতগুলো যথাক্রমে, এডমন্টন, ডারহাম, মিলটন, জর্জ টাউন, সাস্কাটুন সাউথ, সাস্কাটুন নর্থ।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে রয়েছে যথাক্রমে কেরালা, জম্মু কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, কর্নাটক, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, লক্সদ্বীপ এবং রাজস্থান।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের শীর্ষ জামাতগুলো হলো যথাক্রমে কেরোলায়ী, ক্যালিকাট, হায়দ্রাবাদ, কলিকাতা, কাদিয়ান, কানোল টাউন, ষোলোর, পেঙ্গাডী, চেন্নাই, বেঙ্গালোর, কারুনা গাপলী, পাথাপ্রেয়াম এবং ক্র্যান।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি বড় জামাত হলো, যথাক্রমে ব্ল্যাক টাউন, মেলবোর্ন, মাউন্ট ড্রয়েট, এডিলেইড, মার্সডেনপার্ক, ব্রিসবেন, ক্যানবেরা, পার্থ, তাসমানিয়া এবং ডারউইন।

আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীকারীদের ধন-সম্পদ ও জনবলে অশেষ বরকত দিন। শেষের দিকে এই দোয়ার প্রতিও বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে, পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। রাবওয়াতেও কয়েকদিন থেকে জামাতের বিরোধী এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার অনেক হীন চেষ্টা করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে সকল আহমদীকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই তাদের দুষ্কৃতি এবং অনিষ্টের লক্ষ্যে পরিণত করুন এবং রাবওয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক। প্রশাসন এবং সরকারকেও আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি এবং কান্ডজ্ঞান দিন যেন তারা এই বিষয় সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অনুরূপভাবে মুসলিম বিশ্ব এবং বিশেষ করে ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। ফ্রান্সে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র নামে আইন হাতে তুলে নিয়ে এভাবে কাউকে হত্যা করা বা মেরে ফেলার সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সবসময় এটি বলে এসেছি যে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই আর প্রমাণ করে আসছি যে, ইসলামী শিক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নামধারী মুসলমান এবং এই মুসলমান সংগঠনগুলো নিজেদের এমন অপকর্ম এবং যুলুম ও

অন্যায় থেকে বিরত হয় না। এরফলে এখানে ইউরোপীয় দেশসমূহে বা পাশ্চাত্যের দেশসমূহে বসবাসকারী মুসলমানদের হয়তোবা এসব দেশের স্থানীয় লোকদের অন্যায় প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। আর শুধু তাই নয় বরং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই পত্রিকা যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে অর্থাৎ যার সম্পাদককে হত্যা করা হয়েছে সেই পত্রিকা এবং স্থানীয় মানুষ এবং সংবাদ মাধ্যম অন্যায় প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার ওপর আরো নোংরা আক্রমন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা এখানকার বিভিন্ন সরকারকে তৌফিক দিন তারা যেন এই ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন ঠেকাতে পারে। যে অপরাধী তাকে ধৃত করুন এবং আইন অনুসারে শাস্তি দিন। কিন্তু ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া যদি দেখানো হয় তাহলে সেই সকল মুসলমান যাদের বোঝানোর কেউ নেই তারাও অন্যায় এবং ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করবে। আর এভাবে ফিতনা ও নৈরাজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা দেখা দিবে। আজ উভয় পক্ষকে যুলুম এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার জন্য দোয়া করা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সভ্য এবং সদস্যদেরই দায়িত্ব। অনুরূপভাবে এ দিনগুলোতে দরুদ শরীফ অজস্র ধারায় পাঠের প্রতি মনোযোগী হোন। আর নিজ নিজ গন্ডিতে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য যারা ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে পারে তাদেরও তা নেয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিন এবং এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি যেন অচিরেই নিরাপত্তায় বদলে যায়। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।